গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯ জুন, ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১২তম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১২তম সভা ২৯ জুন, ২০১০ তারিখ বেলা ১১.০০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ এর সভাপতিত্বে তাঁর অফিস সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক' তে দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার আলোচ্য বিষয় সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোহাম্মদ গোলাম কুদ্দুস - কে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক মহোদয় সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৯-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব/মন্তব্য না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ২৯-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ১১তম সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

(ক) সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য ষ্টাফ বাস চালু ও ভাড়াকরণ প্রসঙ্গে ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধান কার্যালয় হতে একটি মিনিবাস বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং মিনিবাসটি পরিচালনার জন্য চালকের বেতন ও পরিচালনা ব্যয় বাবদ টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে গাড়িটি সিলেট বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে আনা নেয়া করছে। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট বাসটি প্রদানের জন্য বোর্ডের সকল সম্মানিত সদস্য কে ধন্যবাদ জানান। খুলনা বিভাগ থেকে বিআরটিসি বাস ভাড়ার বিষয়ে প্রস্তাব পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

সিদ্ধান্ত ঃ বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা থেকে বিআরটিসি হতে বাস ভাড়া সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা।

CamScanner

(খ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশাস্থ নিজস্ব জায়গায় ৩০তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি প্রসঙ্গে।**

সভায় ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত আলোচনায় কমিটিকে জানানো হয় যে, গত ২৪-০৯-২০০৯ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (ওএসডি) জনাব এস, এম, এ, মান্নান কে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি গত ৩১-১২-২০০৯ তারিখে এলপিআর এ গেছেন। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর একজন ওএসডি কর্মকর্তাকে (ইঞ্জিনিয়ার) প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের জন্য সকলে একমত পোষণ করে।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ-

সিদ্ধান্ত ঃ অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন ওএসডি (ইঞ্জিনিয়ার) কর্মকর্তাকে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

গত বোর্ড সভায় চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের অধিনস্থ কমিউনিটি সেন্টারগুলো কিভাবে সর্বোত্তম ও আয়বর্ধক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবহার করা যায় তার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে পৃথক পৃথক প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। তদনুযায়ী বিভাগীয় কমিশনারগণ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। উক্ত প্রতিবেদনে বিভাগীয় কমিশনারগণ কমিউনিটি সেন্টার গুলোতে দোকান/মার্কেট/বাণিজ্যিক ভবন এবং প্রতিধ্বনি প্রতিরোধক ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলে সেন্টার গুলির আয় অনেক গুনে বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছেন। বিস্তারিত আলোচনার পর কমিটি কমিউনিটি সেন্টার গুলোতে দোকান ও শপিং মল তৈরী না করে কিভাবে আরোও আয় বৃদ্ধি করা যায় সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণের নেতৃত্বে গঠিত নিম্নলিখিত কমিটি ১(এক) মাসের মধ্যে পৃথক পৃথক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(১) বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি - সভাপতি

(২) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ - সদস্য

(৩) উপ-পরিচালক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড - সদস্য সচিব

সিদ্ধান্ত ঃ কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি স্বয়ং সম্পুর্ন প্রতিবেদন একমাসের মধ্যে পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা বিভাগ ও উপ-পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঘ) বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) জনাব এ, এস, এম, কবির সভাকে জানান যে, বিষয়টি সাংগঠনিক কাঠামোর সাথে সংশ্লিষ্ট। গত ২৬-০৯-২০০৯ তারিখে সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘ দিন এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না হওয়াতে অতিরিক্ত সচিব বিষয়টি জরুরী অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উপ-সচিব (সওক)-কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগযোগ করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন যদি অনুমোদন প্রক্রিয়ায় তাঁর সভাপতিত্বে ত্রিপক্ষীয় সভা আহবান করতে হয় সে ব্যাপারেও তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

CamScanner

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হলে ৬ (ছয়)টি ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয়ের প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা যাবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(২) অর্থ মন্ত্রণালয়।

(ঙ) জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার পদক্ষেপ।

জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য দেশে বিদেশে চিকিৎসা সাহায্য তহবিলের অর্থের উৎস রাজস্ব বাজেট হতে বরাদ্দ। সেহেতু এ খাতে অর্থ মন্ত্রণালয় বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য দেশে বিদেশে চিকিৎসা সাহায্য তহবিল হতে সর্বোচ্চ অনুদান টাঃ ২ (দুই) লাখ করা সম্ভব হবে না। এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ "অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য দেশে বিদেশে চিকিৎসা সাহায্য তহবিল" বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে চিকিৎসা সাহায্য অব্যাহত থাকবে এবং এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) সোনালী ব্যাংকের পাওনা টাঃ ৫৫(পঞ্চান্ন) কোটি পরিশোধ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্মারক নং ১৭৭৬ তারিখ ঃ ১১-০৪-২০১০ এর মাধ্যমে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা বরাবরে কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে ৩০ এপ্রিল, ২০১০ এর মধ্যে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয় এবং স্মারক নং ১৮৪৮ তারিখ ঃ ২৫-০৪-২০১০ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ তার প্রতি উত্তরে অত্র বোর্ডকে স্মারক নং এসবিএল/ রমনা/ ২৮৯ তারিখ ঃ ২৬-০৪-২০১০ এর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সাথে ব্যাংক স্বার্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাদি প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনার আলোকে রমনা কর্পোরেট শাখায় সম্পাদিত হয়ে থাকে। বোর্ডের লেনদেনের রিকনসাইল বিবরণী (কার্ড ভিত্তিক/হিসাব ভিত্তিক) প্রদানের জন্য সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের নির্দেশনা/সহায়তা প্রয়োজন বলে রমনা কর্পোরেট শাখার ডিজিএম পত্রে উল্লেখ করেছেন।

উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে গত ১৬-০৫-২০১০ তারিখে অত্র বোর্ডের স্মারক নং বাককবো-৪প্র/৯৬-১৯৭৬ এর মাধ্যমে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার/ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা বরাবরে তাঁর অধীনস্থ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট জরুরী ভিত্তিতে পেশ করার প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। সোনালী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং এসবিএল/ প্রকা/সহিসাডি/সাডি/ ডিডিপি/৯৪৪ তারিখ ঃ ০৯-০৬-২০১০ এর মাধ্যমে কার্ড ভিত্তিক হিসাবায়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে পত্রে উল্লেখ করেছেন। উক্ত পত্রে আরো জানান যে, ১৯৭৯ সাল থেকে সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে কল্যাণভাতা বিতরনের কার্যক্রম আরম্ভ হয়েছে। তাই জুলাই, ১৯৭৯ সাল থেকে কার্ডভিত্তিক সঠিক হিসাব করে

প্রকৃত অবস্থা নিরূপনের বিষয়টি সময় সাপেক্ষ্য। এছাড়া সোনালী ব্যাংক লিঃ এর বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহে পুনর্ভরণ দাবী পরিশোধের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত তহবিল স্থানান্তর, অত ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধ এবং নতুনভাবে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের জণ্য অনুরোধ করেন। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ) জানান যে, বোর্ডের Automation Software এর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। আগামী ১০/১৫ দিনের মধ্যে জুলাই/১৯৭৯ হতে ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত কার্ড ভিত্তিক হিসাব বোর্ডের পক্ষ হতে সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখাকে প্রদান করা যাবে।

সিদ্ধান্ত ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা কার্ড ভিত্তিক হিসাব বিবরণী তৈরী করে বোর্ডের সাথে রিকনসাইল এর মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন পেশ করবে।

বাস্তবায়ন ঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ছ) বি,আর,টি,সির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পুনঃনির্ধারণ প্রসঙ্গে।

এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/সিলেট বিভাগের কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সভায় একটি সমন্বিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়। সমন্বিত প্রতিবেদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় সকলে বাস ভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে মতামত দেন এবং বড় বাসের ভাড়া প্রতি কিঃ মিঃ ১২.৩৪ পয়সার স্থলে বৃদ্ধি করে প্রতি কিঃ মিঃ ২০.০০ পয়সা এবং মিনিবাস প্রতি কিঃমিঃ ২১.৬০ পয়সার স্থলে প্রতি কিঃমিঃ ৪০.০০ পয়সা নির্ধারণের মতামত প্রদান করেন। এছাড়া যাত্রীদের ভাড়াবৃদ্ধির সাথে সাথে বি,আর,টি,সি বাসের ভাড়া যুক্তিসংগতভাবে বাড়ানোর পক্ষে মতামত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বড় বাসের ভাড়া প্রতি কিঃ মিঃ ১২.৩৪ পয়সার স্থলে বৃদ্ধি করে প্রতি কিঃ মিঃ ২০.০০ পয়সা এবং মিনিবাস প্রতি কিঃমিঃ ২১.৬০ পয়সার স্থলে প্রতি কিঃমিঃ ৪০.০০ পয়সা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া যাত্রীদের ভাড়াবৃদ্ধির সাথে সাথে বি,আর,টি,সি বাসের ভাড়া যুক্তিসংগতভাবে বাড়ানো হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(জ) মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাস যুগোপযোগী করে এর সাথে গ্রাফিকস ডিজাইন কোর্স চালু করণ প্রসঙ্গে।

মতিঝিল মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কম্পিউটার অপারেটর-কাম-প্রশিক্ষিকা-কে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাসে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালুর বিষয়টি ছাত্রী বেতন নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট। ছাত্রী বেতন নির্ধারণের পর কোর্সটি চালু করা হবে।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কম্পিউটার কোর্সের সিলেবাস যুপোপযোগী করে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স চালু করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঝ) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য ছাত্রী বেতন, ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি ও হল ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড ও বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/ বরিশাল/সিলেট কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে সভায় মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে একটি প্রতিবেদন বোর্ডে প্রেরণ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সভায় একটি সমন্বিত প্রতিবেদন পেশ করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনান্তে কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপভাবে ছাত্রী বেতন, ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি ও হল ভাড়া পুনঃনির্ধারণ করেন।

পূর্বের ছাত্রী বেতন ও ভর্তি ফি

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম	কোর্সের মেয়াদ	ভর্তি ফি	ছাত্রী বেতন (মাসিক)
১.	সেলাই কোর্স	৬ মাস	১২/-	১২/-
২.	এমব্রয়ডারী	৬মাস	১৫/-	১৫
৩.	উল বুনন	৬মাস	১৫/-	১৫/-
৪.	টাইপিং (বাংলা ও ইংরেজী)	৬ মাস	২০/-	২০/-
৫.	শর্ট হ্যান্ড (বাংলা ও ইংরেজী)	৬মাস	২৫/-	২৫/-
৬.	কম্পিউটার কোর্স (সাধারন)	৩ মাস	২০০/-	১০০/-
৭.	গ্রাফিকস ডিজাইন	৩ মাস	-	-

অনুমোদিত বর্ধিত ছাত্রী বেতন, ভর্তি ফি ও পরীক্ষার ফি

ভর্তি ফি	ছাত্রী বেতন (মাসিক)	পরীক্ষার ফি
২৫/-	২৫/-	২৫/-
৩০/-	৩০/-	৩০/-
৩০/-	৩০/-	৩০/-
২৫/-	২৫/-	২৫/-
৩০/-	৩০/-	৩০/-
২৫০/-	১৫০/-	১৫০/-
৩০০/-	৩০০/-	৩০০/-

হল ভাড়া

ক্রমিক নং	বিবরণ	পূর্বের ভাড়া	অনুমোদিত বর্ধিত ভাড়া	মন্তব্য
১.	সরকারি পর্যায়ে	টাঃ ২,৫০০/-	টাঃ ৩,৫০০/-	দিবা রাত্রি দু'সময়ে প্রতিদিন ভাড়ায় প্রদান করা হয়। সকাল থেকে বিকাল এবং সন্ধ্যা থেকে রাত্রি।
২.	বেসরকারি পর্যায়ে	টাঃ ৩,০০০/-	টাঃ ৬,৫০০/-	

সিদ্ধান্ত ঃ ছাত্রী বেতন, ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি ও হল ভাড়া উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত হারে বৃদ্ধির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল।

(এঃ) কর্মচারীর অবসর গ্রহণের পর ৬৭ বছর পর্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হলে ''জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল হতে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) চিকিৎসা সাহায্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড হতে অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীগণকে "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগে আক্রান্ত হলে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল'' হতে চাকুরীরত অবস্থায় একজন কর্মচারীকে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ টাঃ ১,০০,০০০/- (এক লাখ) প্রদান করা হয়। জটিল ও ব্যয় বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মচারীদের বয়স সীমা ৫৭ বছর এর পরিবর্তে ৬৭ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা এবং বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়।

এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিলের অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে চিকিৎসা সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

(ট) কল্যাণ তহবিলের চিকিৎসার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণ এবং আবেদন প্রাপ্তির তারিখ অনুযায়ী আবেদন বিবেচনাকরণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের সকল প্রকার আবেদন ফরম সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যুগোপযোগীকরণের জন্য সুপারিশ পেশ করার নিমিত্ত স্মারক নং ০৫.২৫৪.০০১.০১.০০.০১২.২০০০ তারিখ ঃ ০৪-০৫-২০১০ এর মাধ্যমে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ফরম যুগোপযোগীকরণের বিষয়ে গত ২৮-০৬-২০১০ তারিখে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে আরো কয়েকটি সভা আহবান করা প্রয়োজন বলে কমিটিকে অবহিত করা হয়।

বিস্তারিত আলোচনাকালে এ প্রসঙ্গে বিভাগীয় কমিশনার, বরিশাল জানান যে, পুরোনো কয়েকটি আবেদনপত্র সামান্য কাগজপত্রের জটিলতার জন্য এখনও অনিষ্পন্ন রয়েছে। তিনি ফরম আরো সহজীকরণ করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে অনিষ্পন্ন আবেদনপত্রের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন পেশ করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব (সওক) এর নেতৃত্বে ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠণ করা হয়।

(০১) উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(০২) সিনিয়র সহকারী সচিব (কল্যাণ), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

উক্ত কমিটি ৬(ছয়) টি বিভাগীয় কার্যালয় পরিদর্শণ করে কতগুলো অনিষ্পন্ন আবেদন আছে এবং কি কারনে আবেদনগুলি মীমাংসা করা যায়নি তা পরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে বোর্ডের সকল প্রকার আবেদন ফরম যুগোপযোগীকরণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে। এছাড়া ২(দুই) সদস্য বিশিষ্ট গঠিত কমিটি অনিষ্পন্ন আবেদনের বিষয়ে ২(দুই) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-সচিব(সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ঠ) বোর্ডের আয়বৃদ্ধির কার্যক্রমসহ ভবন নির্মাণ কাজ তরান্বিতকরণ প্রসঙ্গে।

এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড সভাকে অবহিত করেন যে, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ রাজশাহী/ খুলনা/ বরিশাল/ সিলেট কর্মচারী প্রতিনিধিদের সাথে সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছেন। সকল বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে সমন্বিত একটি প্রতিবেদন সভায় পেশ করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ১০০/- (একশত) এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম ০.৭০% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৮০/- (আশি) করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বর্তমানে বোর্ডের আর্থিক সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেন যে ব্যাংকে রক্ষিত FDR গুলো কিভাবে বিনিয়োগ করলে আরো আয় বৃদ্ধি পাবে সে ব্যাপারে

আমাদের আরো বস্তুনিষ্ঠ চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করে নিম্নবর্নিত সদস্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

(১) বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা - সভাপতি

(২) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় - সদস্য

(৩) যুগ্ম-সচিব (বাজেট-২), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। - সদস্য

(৪) উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড - সদস্য সচিব

কমিটি বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি প্রতিবেদন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পেশ করবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) কল্যাণ তহবিলের চাঁদা ১% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৫০/- এর স্থলে সর্বোচ্চ টাঃ ১০০/- (একশত) এবং যৌথবীমার প্রিমিয়াম .০৭% হারে সর্বোচ্চ টাঃ ৪০/- এর স্থলে সর্বোচ্চ টাঃ ৮০/- (আশি) বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) বোর্ডের টাকা সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কিভাবে আয় বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে কমিটি একটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন।

বাস্তবায়ন ঃ (১) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(২) উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ড) আবেদনকারীগণের তথ্যাদি ডাটাবেজে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ) সভাকে জানান যে, Automation Software তৈরীর কাজ পরিকল্পনা বিভাগের Support to ICT Project (SICT Project) এর আওতায় out sourcing এর মাধ্যমে Vendor এর সাথে ২৪-০২-২০১০ তারিখের contract agreement এর ভিত্তিতে আরম্ভ হয়েছে। Vendor প্রতিষ্ঠানটি চুক্তিপত্রে উল্লেখিত কর্মপরিধি মোতাবেক Software এর বিভিন্ন Module তৈরি করে পর্যবেক্ষণ, যাচাই ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য অত্র বোর্ডের কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে মিলিত হয়ে কাজ করছে। Previous Data Entry গত ১৪-০৫-২০১০ তারিখ থেকে অত্র বোর্ডে আরম্ভ হয়েছে। Automation Software Deployment এর কাজ শেষ হয়েছে এবং আগামী ০৪-০৭-২০১০ তারিখ থেকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আরম্ভ হবে। সভায় Automation Software এর কাজ সন্তোষজনকভাবে এগুচ্ছে বিধায় কমিটি সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ Automation Software এর কাজ সম্পূর্ণ হলে বোর্ডের যাবতীয় কার্যক্রম Database এ সংরক্ষণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঢ) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত, গ্যাস লাইন সংযোগ ও চুলা স্থাপন সংক্রান্ত।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক কাজের জন্য প্রাক্কলিত টাঃ ১১,৮৬,৭১৭/- (এগার লাখ ছিয়াশি হাজার সাতশত সতের) এবং গ্যাস সংযোগ ও চুলা স্থাপনের জন্য টাঃ ৪,৮৪,২৭৩/- (চার লাখ চুরাশি হাজার দুইশত তিয়াত্তর) এর প্রাক্কলন ও নকশা ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখিত কাজের প্রাক্কলিত অর্থ প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, ঢাকা এবং মহিলা

কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ভবনটি মেরামতের জন্য টাঃ ৩,১৭,৯৭২/৩৮ বিভাগীয় কার্যালয়, চট্টগ্রামে প্রেরণ করা হয়েছে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ সভাকে অবহিত করেন যে, কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বৈদ্যুতিক, গ্যাস সংযোগ ও চুলা স্থাপন এবং মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম ভবনটির দ্রুত মেরামতের কাজ সম্পন্ন করে বোর্ডকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৩ ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিল এর ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা ও পুনর্মূল্যায়নের জন্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব(বাজেট-২) সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠণ করা হয়। উক্ত কমিটির নিরীক্ষিত বাজেটই নীতিগত অনুমোদন করা হয় (পরিশিষ্ট 'খ' ও 'গ')।

আলোচ্য বিষয় ০৪ঃ বিবিধ।

বাছাই কমিটির নাম সংশোধন প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ১১তম সভায় বিশেষ চিকিৎসা সাহায্যের আবেদনসমূহ যাচাই-বাছাই করার জন্য উপ-সচিব(সওক) এর সভাপতিত্বে একটি বাছাই কমিটি গঠণ করা হয়। উক্ত কমিটি দ্বারা বিশেষ সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন-অন্তেষ্টিক্রিয়া ও ক্লাবের অনুদান বরাদ্দের আবেদনসমূহ বাছাই করা হয়ে থাকে। বস্তুত উক্ত কমিটির নাম হবে **কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য, দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়া, ক্লাবের অনুদান বরাদ্দ ও বিশেষ সাহায্য (চিকিৎসা, শিক্ষা-বৃত্তি ও দাফন/অন্তেষ্টিক্রিয়া) আবেদনসমূহ বাছাই কমিটি।**

পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ইকবাল মাহমুদ)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিলের ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সম্ভাব্য আয়
০১।	সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩২,০০,০০,০০০.০০	৩৪,৫৮,৫৫,৮৮৬.০০	৩১,৪৫,০১,২৭২.০০	৩৬,০০,০০,০০০.০০
০২।	১৯টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩৭,০০,০০০.০০	৩২,৮১,৮৮২.৫৭	৩২,৫৩,০৭৭.০৩	৩৮,০০,০০০.০০
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১৫,১০,০০,০০০.০০	১৭,১০,০০,০০০.০০	১২,২৭,২০,৩৭৫.০০	১১,১২,০০,০০০.০০
০৪।	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	২০,০০,০০০.০০	১৯,৭৭,৫৯৬.৫১	১৭,৫০,৬৫৩.৩২	২০,০০,০০০.০০
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
	(ক) বিবিধ আদায় ও অন্যান্য	৫,০০,০০০.০০	৪,০৪,০৭২.০০	৪,০৬,২৫৫.০০	৫,০০,০০০.০০
	(খ) চিকিৎসা তহবিলের চাঁদা কর্তন	৪,২০,০০০.০০	৫,৫৬,৮০০.০০	৩,৭৯,২০০.০০	৬,০০,০০০.০০
০৬।	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের অব্যয়িত অর্থ				২,৪০,৭৯,৯৬২.০০
	মোট :	৫০,৭৭,৫০,০০০.০০	৫০,৩৩,৭৬,২৬৭.০৮	৪৪,৩৩,১৩,৬৮১.৩২	৫০,২১,৭৯,৯৬২.০০

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
০১।	আইনের ১৬ ধারা মতে মৃত্যুজনিত/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবার ও নিজেদের জন্য কল্যাণ ভাতা বাবদ	৪৫,০০,০০,০০০.০০	৪২,০০,০০,০০০.০০	৪৪,৫১,৭১,৫০৬.৪৫	৪৫,০০,০০,০০০.০০
০২।	বিধির ১৫ ধারা মতে চিকিৎসা সহায়তা, শিক্ষাবৃত্তি এবং দাফন/ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বাবদ	৫,০০,০০,০০০.০০	৪,৯৯,০০,০০০.০০	৬,১৪,০৩,৫৮৩.০০	৪,২৫,০০,০০০.০০
০৩।	বিধির ১৬ ধারা মোতাবেক কোন কর্মচারী সরকারি দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পঙ্গুত্ব বরণে আইনানুগ আর্থিক সহায়তা প্রদান	১০,০০,০০০.০০	—	—	—
	মোট :	৫০,১০,০০,০০০.০০	৪৬,৯৯,০০,০০০.০০	৫০,৬৫,৭৫,০৮৯.৪৫	৪৯,২৫,০০,০০০.০০
০৪।	(ক) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় :				
	(০১) কর্মকর্তাদের বেতন	১২,০০,০০০.০০	৫,২৫,২০০.০০	৫,৯৯,৩০০.০০	৮,০০,০০০.০০
	(০২) কর্মচারীদের বেতন	২৫,০০,০০০.০০	১৭,৭৭,৪২৭.০০	১১,৯৪,০৩১.৯৪	২৫,০০,০০০.০০
	(খ) অন্যান্য ভাতাদি :				
	(০১) বাড়ী ভাড়া ভাতা	১০,০০,০০০.০০	১১,১৩,২৭৬.০০	১২,৭৯,৫৭৬.১৯	১০,০০,০০০.০০
	(০২) চিকিৎসা/টিফিন ভাতা	৭,০০,০০০.০০	২,২৭,৮০০.০০	২,৩৭,০৯২.৯৯	৪,০০,০০০.০০
	(০৩) যাতায়াত ভাতা	৭৫,০০০.০০	৫৪,০০০.০০	৫৫,১১১.৯০	৭৫,০০০.০০
	(০৪) শিক্ষা ভাতা	—	—	—	১,০০,০০০.০০
	(০৫) দায়িত্ব ভাতা (বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের)	৫০,০০০.০০	৩০,৭০০.০০	৩৩,৭০৩.০০	৫০,০০০.০০
	(০৬) ধোলাই ভাতা	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০	১০,০০০.০০
	(০৭) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১,৯০,০০০.০০	৮০,০০০.০০	৩৮,২৯১.০০	১,১০,০০০.০০
	(০৮) ভ্রমণ ভাতা	৫,০০,০০০.০০	২৭,০০০.০০	৩০০,৯৫,০০	১,০০,০০০.০০
	(০৯) উৎসব ভাতা	৭,২০,০০০.০০	৩,৭১,৪৭০.০০	৩,৭৬,৩২৫.০০	৪,২০,০০০.০০
	(১০) অতিরিক্ত ভাতা	৪০,০০০.০০	১২,৪১০.০০	১১,০২৫.৮৩	৪০,০০০.০০
	(১১) পোষাক ভাতা	২০,০০০.০০	১৪,৫৭০.০০	১০,০০৬.৬৬	২০,০০০.০০
	(১২) গ্র্যাচুইটি ও অবসরভাতা	১৫,০০,০০০.০০	১৯,১০,০০০.০০	৮,০৪,৫৭৭.৭৬	১৫,০০,০০০.০০
	(১৩) ভবিষ্য তহবিল চাঁদা পরিশোধ	১০,০০,০০০.০০	৪,১১,১৬৫.০০	৬,০৭,৩৮০.০০	১০,১০,০০০.০০
	(১৪) ভবিষ্য তহবিল মুনাফা	১,০০,০০০.০০	—	—	১,১০,০০০.০০
	(১৫) বকেয়া ভাতা/২০০৯ পে কমিশন বাস্তবায়ন	১৫,১০,০০০.০০	৭,৪৩,২১২.০০	৪,২১,৬৬০.৪৫	
	(১৬) বিভাগীয় অফিসের জন্য বাড়ী ভাড়া	১,৯০,০০০.০০	—	—	১,৪০,০০০.০০
	মোট :	১,২৭,১১,০০০.০০	৭২,০৫,০৯০.০০	৬৫,০৪,৪৩০.১১	১,১৬,৩৫,০০০.০০
০৫।	বিবিধ অডিট :				
	(০১) বিধি সাইকেল অডিট	৭০,০০০.০০	—	—	৭০,০০০.০০
	(০২) দূর নিরীক্ষা অডিট/সেমিনার	৬,০০,০০০.০০	—	১,২০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০
	(০৩) ভবিষ্য তহবিল অডিট	৭,০০,০০০.০০	৬,৭৯,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০
	মোট :	১৩,৭০,০০০.০০	৬,৭৯,০০০.০০	৭,২০,০০০.০০	১৩,৭০,০০০.০০
০৬।	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় :				
	(০১) আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত	২,০০,০০০.০০	১,২৬,৭২০.০০	৬,৪৭,৪২০.০০	২,০০,০০০.০০
	(০২) টেলিফোন বিল	১,০০,০০০.০০	৬০,০০০.০০	২১,৬৬৬.০০	৫০,০০০.০০
	(০৩) ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	২৫,০০০.০০	২০,০০০.০০	—	২৫,০০০.০০
	(০৪) প্রিন্টিং ও ট্যাক্স ক্রয়	২,০০,০০০.০০	১,৩০,০০০.০০	৬৩,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০
	(০৫) মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়	১,০০,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৮৮,৯৭৬.৫০	১,০০,০০০.০০
	(০৬) বিবিধ খরচ	৩০,০০০.০০	১৭,৬০৭.০০	১৭,৬০৭.০০	৩০,০০০.০০
	(০৭) বিদ্যুৎ বিল খরচ (অফিসভাড়া)	২০,১০,০০০.০০	২,২০,০০০.০০	২,১৯,৩৬২.৫০	৪,০০,০০০.০০
	(০৮) বোর্ডের সভায় সম্মানী ও আপ্যায়ন খরচ	৭,১০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	১,৬৬,৮৬৩.০০	৩,০০,০০০.০০
	(০৯) টাইপ মেশিন ক্রয় ও মেরামত	৭০,০০০.০০	৭,০০০.০০	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০
	(১০) বিজ্ঞাপন খরচ	৩০,০০০.০০	২৮,২৪৯.০০	৫৯,৫০৮.৯০	৩০,০০০.০০
	(১১) প্রচার ও বিক্রয়	৪,১০,০০০.০০	—	—	১,১০,০০০.০০
	(১২) গাড়ীর জ্বালানী খরচ	১,০০,০০০.০০	৯৯,০৭৫.০০	৯৮,৯৭৫.০০	১,০০,০০০.০০
	(১৩) ব্যাংক সার্ভিস চার্জ	১,০০,০০০.০০	১,৯৯,৯৩৫.০০	৪৭,৪৪৪.৭৭	১,০০,০০০.০০
	(১৪) কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ এবং কম্পিউটার ও এ,সি, মেরামত	১৭,০০,০০০.০০	১,৩০,০০০.০০	১,২৭,৭৬৬.০০	৪,১০,০০০.০০
	(১৫) গাড়ী ক্রয়, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৭,০০,০০০.০০	১,৭২,০০০.০০	৭০,২৫৯.৯৬	১৭,১০,০০০.০০
	(১৬) ফটোস্ট্যাট মেশিন ক্রয়/মেরামত	১,১০,০০০.০০	১,০০০.০০	১০,১০০.০০	১,১০,০০০.০০
	(১৭) বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২,০০,০০০.০০	—	—	২,০০,০০০.০০
০৭।	ভবন নির্মাণ খরচ	১,০৭,১০,০০০.০০	১,১০,০০০.০০	—	১,০০,১০,০০০.০০
	মোট :	১,৮৭,৫৫,০০০.০০	১৫,৯৬,৪৯৫.০০	১৬,১৭,৭৬৪.৭৩	১,৫৫,৭৫,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় (৪+৫+৬+৭) :	৩,২৮,৩৬,০০০.০০	৯৪,৯০,৭৯৫.০০	৮৫,৪২,২৭৫.৭৫	২,৮৫,৯০,০০০.০০
	মোট ব্যয় (১+২+৩+৪+৫+৬+৭) :	৫৩,৩৮,৩৬,০০০.০০	৪৭,৯৩,৯০,৭৯৫.০০	৫১,৫১,১৭,৩৬৪.০০	৫২,১০,৯০,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত (+)/ ঘাটতি (-)	(-) ৫,৬০,৮৬,০০০.০০	(+) ২,৪০,৭৯,৯৬২.০০	(-) ৭,১৮,০৩,৬৮৩.৪৫	(+) ৩,১০,৯৬২.০০
	মোট :	৫০,৭৭,৫০,০০০.০০	৫০,৩৩,৭৬,২৬৭.০৮	৪৪,৩৩,১৩,৬৮১.৩২	৫০,২১,৭৯,৯৬২.০০

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, যৌথবীমা তহবিল এর ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের অনুমোদিত বাজেট এবং ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়
১।(ক)	গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তাদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম	৪,৫০,০০,০০০.০০	৩,৯০,৪৭,২৭৫.০০	৩,৯১,০৯,৬৩০.০০	৪,৫০,০০,০০০.০০
(খ)	১৯টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	৩০,০০,০০০.০০	২৯,৯১,৩০৬.০০	২৯,৩৯,৪৬৪.০০	৩০,০০,০০০.০০
(গ)	নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	১৬,০০,০০,০০০.০০	২৪,০০,০০,০০০.০০	১৬,০০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০,০০০.০০
(ঘ)	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৬,৫৫,০০,০০০.০০	৬,৯২,০৮,০০০.০০	১,১৮,৪০,১০১.০০	২,৭৪,০০,৬৯৫.০০
(ঙ)	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১২,০০,০০০.০০	১৪,২৬,০০০.০০	১৫,৬২,১৮৬.০০	১২,০০,০০০.০০
(চ)	বিবিধি (অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য)	১,৩০,০০০.০০	১,৬৭,১৮৮.০০	১,১৫,৩৫৪.০০	১,৩০,০০০.০০
(ছ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৪,৫০,০০০.০০	৪,২৫,০০০.০০	৫,৩৭,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
(জ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	৩,০০,০০০.০০	২,২৭,০০০.০০	২,৪৭,৩৭০.০০	২,৫০,০০০.০০
২।	২০০৯-২০১০ অর্থবছরেরঅব্যয়িত অর্থ	---	---	---	৯,২৫,৩২,৪৭১.০১
	মোট :	২৭,৫৫,৮০,০০০.০০	৩৫,৩৪,৯১,৭৬৬.০০	২১,৬২,৫১,১০৫.০০	৪১,০০,১৩,১৬৬.০১

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০০৯-২০১০ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
০১।	যৌথবীমার দাবী পরিশোধ	২৫,৭৫,০০,০০০.০০	২৫,৫০,০০,০০০.০০	২৪,২৭,৫০,০৬২.০০	৩৯,৫০,০০,০০০.০০
	মোট :	২৫,৭৫,০০,০০০.০০	২৫,৫০,০০,০০০.০০	২৪,২৭,৫০,০৬২.০০	৩৯,৫০,০০,০০০.০০
০২।(ক)	প্রাতিষ্ঠানিক খরচঃ				
(১)	অফিসারদের বেতন	৮,০০,০০০.০০	৬,৯৫,১০৮.০৬	৩,৯৪,৯৮২.০২	৮,০০,০০০.০০
(২)	কর্মচারীদের বেতন	২১,০০,০০০.০০	১৫,২৯,৩৫৮.৭২	১২,৮৮,৮৯৫.৬৭	২০,০০,০০০.০০
(খ)	অন্যান্য ভাতাদি :				
(৩)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৫,০০,০০০.০০	৯,৯০,১১১.১৩	৯,২৮,০৭০.১১	১৫,০০,০০০.০০
(৪)	চিকিৎসা ভাতা	২,৫০,০০০.০০	১,৪৫,০০০.০০	১,৪১,৬১২.৯০	২,৫০,০০০.০০
(৫)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৪৫,৮৭৭.৭৪	৪৮,৯০০.০০	১,০৫,০০০.০০
(৬)	কর্যভার ভাতা	৫০,০০০.০০	---	১১,৩৯৩.৫১	৫০,০০০.০০
(৭)	ধোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	৮,০০০.০০	৪,০০০.০০	১০,০০০.০০
(৮)	প্রসব ভাতা	৫০,০০,০০০.০০	৪,৩২,৫৮৩.৪৮	২৬,৩৫,৮৭৪.৬১	৩৫,০০,০০০.০০
(৯)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৪১,৯৮০.০০	২১,২৪১.০০	১,২৫,০০০.০০
(১০)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	১৫,০০,০০০.০০	১,৮৫,০০০.০০	৩,৩৩,৮২২.০০	১২,০০,০০০.০০
(১১)	ভবিষ্য তহবিল স্থানান্তর	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
(১২)	ভ্রমন ভাতা	২,০০,০০০.০০	২,৪৮,০০০.০০	৪০,০০০.০০	২,৫০,০০০.০০
(১৩)	উৎসব ভাতা	৫,০০,০০০.০০	২,৬৩,২৭০.০০	২,৭৭,১৩৫.০০	৬,০০,০০০.০০
(১৪)	সম্মানী ভাতা(বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের)	৫০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	২২,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(১৫)	মহার্ঘ ভাতা/বেতন স্কেল, ২০০৯ বাস্তবায়ন	১৫,০০,০০০.০০	৬,৩৩,৮১০.৮৬	৩,৩৬,৮৫৪.৮২	---
(১৬)	শিক্ষা সহায়ক ভাতা	---	---	---	১,০০,০০০.০০
(১৭)	বাড়ি ভাড়া/বিভাগীয় অফিসের জন্য এবং পানি ও বিদ্যুৎ	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
	মোট :	১,৪২,৬০,০০০.০০	৫২,২৫,০৭৮.১১	৬৪,৯২,৪৪০.৬৬	১,১১,৮৫,০০০.০০
০৩।	বিভিন্ন অগ্রিম :				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	---	---	---	---
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	১,৪০,০০০.০০	---	৩৫,০০০.০০	৭০,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মান অগ্রিম	৩,৫০,০০০.০০	---	---	৩,৫০,০০০.০০
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	১২,০০,০০০.০০	৩,৩৩,০০০.০০	৩,৩৫,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	মোট :	১৬,৯০,০০০.০০	৩,৩৩,০০০.০০	৩,৭০,০০০.০০	৯,২০,০০০.০০
০৪।	অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খরচ :				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৪,০০,০০০.০০	৫০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
(২)	ফটোষ্ট্যাট মেশিন/কম্পিউটার রক্ষনাবেক্ষন	৫,০০,০০০.০০	৫,৮০০.০০	---	১,০০,০০০.০০
(৩)	সার্ভিস ডাক টিকেট ক্রয়	৫,০০,০০০.০০	১,৪৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৫০,০০০.০০	২০,০০০.০০	৪,৭৬৪.০০	৫০,০০০.০০
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	১০,০০০.০০	২,০০০.০০	--	১০,০০০.০০
(৬)	মনোহারী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	৬৮,০০০.০০	৪৮,১০০.০০	১,০০,০০০.০০
(৭)	টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	১৬,৯১৫.০০	১০,৭৭৮.০০	৫০,০০০.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	২০,০০০.০০	১০,৬৬৫.০০	৬৭৩৩.০০	২০,০০০.০০
(৯)	আনুষাঙ্গিক(কন্টিনজেন্সী)	৩,৫০,০০০.০০	২৬,৯৫৭.০০	৫৫,১২৬/-	১,০০,০০০.০০
(১০)	বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ও আপ্যায়ন	৮০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৪৬,০০০.০০	৮০,০০০.০০
	মোট :	২১,১০,০০০.০০	৩,৭৩,২১৬.০০	৩,০৭,২০১.০০	১১,১০,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (২+৩+৪)	১,৮০,৬০,০০০.০০	৫৯,৫১,২৯৪.১৯	৭১,৬৯,৬৭১.৬৬	১,৩২,১৫,০০০.০০
	মোট কলাম নং (১+২+৩+৪)	২৭,৫৫,৬০,০০০.০০	২৬,০৯,৫১,২৯৪.১৯	২৪,৯৯,১৯,৭৩৩.৬৬	৪০,৮২,১৫,০০০.০০
	উদ্বৃত্ত / ঘাটতি	(+) ২০,০০০.০০	(-)৯,২৫,৩২,৪৭১.০১	(-)৩,৩৬,৬৮,৬২৮.৬৬	(+) ১৭,৯৮,১৬৬.০১
	মোট :	২৭,৭৫,৮০,০০০.০০	৩৫,৩৪,৯১,৭৬৬.০০	২১,৬২,৫১,১০৫.০০	৪১,০০,১৩,১৬৬.০১

pc1 - C:\Documents and Settings\Computer\Desktop\budget_2010_2011.doc

মাকসুদুল হাসান খান
উপ-সচিব (প্রশাসন)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।